126

তারের কাগজ

তারিখ 30 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ক্যাম্পাসগুলোতে সারা বছর চলেছে সন্ত্রাস আর দখল-পাল্টা দখল

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি '৯৭

তরুণ সরকার : গোটা '৯৭ সাল জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহ বাংলাদেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলেছে দখল-পাল্টা দখলের রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও বিভিন্ন কলেজ দখলে রেখে ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একাডেমিক কর্মকাণ্ডে বাধা দান, হত্যা, সশস্ত্র সংঘাত, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধজনক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিন ক্যাম্পাসগুলো শান্তি থাকলেও বিদায়ী বছরের শুরু থেকেই শিক্ষাঙ্গনে বাড়তে থাকে সন্ত্রাসীদের দাপট।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ আবাসিক হলগুলো বর্তমানে দখল করে রেখেছে সরকার দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। তবে ইসলামী ছাত্র শিবিরের দখলে থাকা রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থানের কারণে তাদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৬ এপ্রিল বিভাগভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের নামে ছাত্রশিবির উপাচার্যের বাসভবন, শিক্ষকদের বাসভবন, প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর এবং থানার ওসিসহ ৫ জনকে গুলিবিদ্ধ করে। এ ঘটনার পর পুলিশ শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পূর্বের মতো আশ্রয় দান বন্ধ করে। এরপর ২৫ নভেম্বর শিবিরের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এতে ৫০ জন আহত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ সেপ্টেম্বর শিবিরের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগ কর্মী বকুলকে হত্যা করে। এ ঘটনার পর পুলিশ শিবিরের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার শুরু করে। তবে অভিযুক্ত আসামিদের সবাই এখনো গ্রেপ্তার হয়নি।

ছাত্রলীগের দখলে থাকা হলগুলোতে অভ্যন্তরীণ গ্রুপগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে। এর মধ্যে গত ১০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তনাই মোল্লা নামে ছাত্রলীগের এক বহিরাগত কর্মী এবং গত ৮ নভেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দঘোষ নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর মৃত্যু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ গ্রুপগুলোর মধ্যে গত এক বছরে হল দখল ও পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটেছে ১৫ বার। এছাড়া সূর্যসেন হল দখলের পর ছাত্রদল আহূত ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে ৭ দিন।

দেশের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করা, প্রক্টর, কয়েকটি হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ধ্বংস সাধন, ত্রিশজনকে গুলিবিদ্ধ, দুই শতাধিক যুবককে মারধর করার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি। কেউ শাস্তিপ্রাপ্ত হয়নি। তবে উপাচার্য ও এ এফ রহমান হলের আবাসিক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনার তদন্ত বর্তমানে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি হল দখলে রাখা ছাত্রলীগের কোনো নেতাকর্মী বা সদস্য বর্তমানে জেলে নেই। অথচ তাদের বেশ কয়েকজনের নামে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন মামলা রয়েছে। ৬টি হলেই রাতের বেলায় সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হল দখল করে রয়েছে বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল। সশস্ত্র পাহারা তাদের হলগুলোতেও দেওয়া হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েই এ বছর একাডেমিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর হল দখলের প্রতিবাদে, সন্ত্রাসীদের শাস্তি মওকুফ, সন্ত্রাসীদের মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখা হয় ধর্মঘটের নামে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো চলছে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও ছাত্রদের হল ত্যাগ করার নির্দেশ অমান্য করে ছাত্রলীগ ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দুদল ছাত্রীর মধ্যে ৫দিনব্যাপী সংঘর্ষ ছিল এবারের শিক্ষাঙ্গনের অন্যতম আলোচিত বিষয়। পরস্পরকে মারধর, অশ্লীল গালিগালাজের সংবাদ ও দুদলের মারামারির দৃশ্য সচেতন মানুষের বেদনার কারণ হয়েছিল।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সন্ত্রাস একটি সামাজিক সমস্যা। হঠাৎ করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। সন্ত্রাস বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আছে। আস্তে আস্তে নির্মূল করতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক জিনিসকে টাকার মূল্যে বিবেচনা করাই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

● এরপর— পৃষ্ঠা ২

ক্যাম্পাসগুলোতে সারা বছর চলেছে সন্ত্রাস আর দখল-পাল্টা দখল

● প্রথম পাতার পর

বেকারত্বও একটি বড় সমস্যা। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে সন্ত্রাস হচ্ছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি এনামুল হক শামীমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠায় সবার এগিয়ে আসা উচিত। ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগের কথা বললে তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটলে আমরা তা কভার করে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করব।

ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন অসীম সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ছাত্রদলের কর্মীদের বিভিন্ন ক্যাম্পাস ও হল থেকে বের করে দিচ্ছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ওপর হামলা করার ঘটনাও ঘটিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের বেশি সহযোগিতা করে পুলিশ। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।